

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আকলিমা আক্তার আঁখি

রোলঃ 23100120044

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আকলিমা আক্তার আঁখি

রোলঃ 23100120044

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ চেয়ারে বসে নামাজ আদায় ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আকলিমা আক্তার আঁখি, আইডিঃ 23100120044 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ চেয়ারে বসে নামাজ আদায় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Aklima Akter Akhi

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আকলিমা আক্তার আঁখি

আইডিঃ 23100120044

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বসে নামাজ পড়ার বিধান নিয়ে হাদিস সমূহ:.....	7
অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামায জায়েয হয়ে যায় না	8
বসে নামাজ আদায়ের মানদণ্ড:.....	9
যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয:.....	11
নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম.....	12
পুরো নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয:.....	14
চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি:.....	15
কিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন:.....	17
চেয়ারে নামাজ আদায় নিয়ে বিস্তারিত ও বিভিন্ন সুরত:.....	20
চেয়ারের অবস্থান ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান.....	23
চেয়ারে সালাত আদায়কারীর জ্ঞাতব্য:.....	24
জমিনে সিজদা করতে অক্ষম হলে:.....	26
জমিনে সিজদা করতে অক্ষমতার বিধান সংক্রান্ত দলিল:.....	28
মামুলি কষ্ট কিংবা আরামের জন্য চেয়ারে নামাজ আদায়ের বিধান:.....	30
সরাসরি জমিনে বসে নামাজ আদায় বনাম চেয়ারে বসে:.....	30
বসে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি ইমামতি করতে পারবেন কি না:.....	33
বসে নামাজ পড়লে সওয়াবের পরিমাণে তারতম্য হবে কি না:.....	34
দাঁড়ানো মওকুফ হওয়া ও বসে ফরয নামায আদায় করা সংক্রান্ত ওজরের মূলনীতি:.....	35
চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের সময় সিজদাহ করার জন্য সামনে উঁচু কিছু রাখার বিধান সম্পর্কে:.....	36
চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারীর মসজিদে জামাতে যাওয়া প্রসঙ্গে:.....	38
উপসংহার:.....	38

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি।

ইসলামে সবচে বড় ইবাদত এবং ঈমানের পর সবচে বড় ফরয হচ্ছে নামায। কুরআন-সুন্নাহ নামায আদায়ের নির্দেশ বারবার الصَّلَاةُ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ এসব বাণীর মাধ্যমে এসেছে। আর সালাত কায়েম করার অর্থ হলো নামাযের ফারায়েয ও আরকান, ওয়াজিবাত ও সুনান, আদাব ও মুস্তাহাবাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি যতœবান হয়ে নামায আদায় করা।

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা'দা তথা বৈঠক। আর নামাযের রুহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া। এই হাকীকত ও রুহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা এতে না কিয়ামের ফরয আদায় হয়, না রুকু-সিজদার ফরয; আর না এর মাধ্যমে তাশাহুদদের জন্য যমিনে বসার হুকুম আদায় হয়। আর নামাযের যে রুহ অর্থাৎ সবিনয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হওয়া তাও এখানে অনুপস্থিত। কারণ চেয়ার সাধারণত আরাম ও মর্যাদার আলামত; তাওয়াজু ও বিনয়ের আলামত নয়।

এজন্য নামায আদায়ের পদ্ধতি হল, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদাব ও মুস্তাহাবাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করা।

নামাযে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হল, যমিন বা সমতলে বসা। আর সিজদা, যা মূলত নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া।

সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে :

(১) কপাল ও নাক।

(২, ৩) দুই হাত।

(৪, ৫) দুই হাঁটু।

(৬, ৭) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৮১২)

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং আল্লাহ তাআলা এভাবে সিজদা করারই হুকুম প্রদান করেছেন। আর নিচে বসে সমতলে সিজদা করার দ্বারাই এ হুকুম আদায় হয়। চেয়ারে বসে এভাবে সিজদা আদায় করা সম্ভবই নয়।

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহ নামাযের যে পদ্ধতি ফরয করা হয়েছে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সেই ফরয আদায় করা সম্ভবই নয়।

এখন প্রশ্ন হল, মায়ূর ও অসুস্থ ব্যক্তি কী করবে? এর উত্তর হলো মায়ূর মুসল্লী তো আজকে প্রথম নয়। আগেও তো মায়ূর ও অসুস্থ মানুষ ছিল। ওযর ও অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করতে হবে এর তালীমও কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তে রয়েছে। প্রয়োজন হল, ওজরের সময় নামায আদায় করার পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধানের ইলম যথাযথ হাছিল করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। সহজতা, আরামপ্রিয়তা এবং নিছক আন্দাজ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনি এমনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া যে, আমার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছে এমনটি করা কখনই ঠিক নয়। এতে যেভাবে শরীয়তের ব্যাপারে একধরনের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় তেমনি নামাযের মত আযীম শান ইবাদতের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের উদাসীনতাও সাব্যস্ত হয়। ওযরের ক্ষেত্রে শরীয়তের উসূল ও মূলনীতি হল, যে কোনো ওযরের কারণেই কেউ মায়ূর সাব্যস্ত হয় না। তাই মামুলী ওযরের কারণে নিজেকে মায়ূর মনে করা বৈধ নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হল, যতটুকু ওজর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এমন নয় যে, এক ওজরের কারণে সকল ফরয থেকে ছুটি।

যেমন: নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ। রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কা'দা (তশাহহুদের জন্য যমিনে বসা)-ও মাফ বিষয়টি এমন নয়।

বসে নামাজ পড়ার বিধান নিয়ে হাদিস সমূহ:

হাদীস শরীফে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন-

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

অর্থ: আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কীভাবে নামায পড়বো সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসেও সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১১১৭)

দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারেন না এমন ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতির ব্যাপারে এ হাদীসে মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন

هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ فَرَضُهُ إِلَّا بِعَدَمِ الْإِسْطَاعَةِ ثُمَّ كَذَلِكَ الْفُؤُودُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ثُمَّ كَذَلِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْفُدْرَةِ عَلَيْهِ.

এ হাদীস স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, কিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে কিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি কা'দা (বৈঠক)। তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাযের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোও এমনি। যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে। (আততামহীদ ১/১৩৫)

উপরোক্ত হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণ মায়ূর ও অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের যেসব বিধি-বিধান উল্লেখ করেছেন তার আলোকে চেয়ারে বসে নামাযের হুকুম সামনে তুলে ধরা হল।

অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামায জায়েয হয়ে যায় না

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা, হালকা ব্যথা-বেদনার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন, যারা হাঁটা-চলা, উঠা-বসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাযের সময় তারা মায়ূর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন।

ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না।

বরং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

‘দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।’

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হল দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে/সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে/সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা।

আর কোনো প্রকারের অসুস্থতা অক্ষমতা গণ্য হবে কোনটি গণ্য হবে না এবং এর মানদণ্ড কী ফকীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

বসে নামাজ আদায়ের মানদণ্ড:

মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে বর্ণিত হয়েছে, আমার ইবনে মায়মুন রাহ. বলেন, তার পিতা মায়মুন ইবনে মেহরান রাহ.-কে প্রশ্ন করা হলো-

مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟

অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদণ্ড কী?

উত্তরে তিনি বলেন:

إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِذُنْبَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا.

যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না এ অবস্থায় পৌঁছলে সে বসে নামায পড়তে পারবে।

(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, বর্ণনা ৪১২৬)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুহীতুল বুরহানীতে আছে:

وقال عليه السلام لعمران بن حصين رضي الله عنه حين عاده وهو مريض: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماءاً والمعنى في ذلك أن الطاعة بحسب الطاقة. وقوله: فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً بذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

(আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬)

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবোঁ এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন:

(قوله إذا عجز المريض) المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام، لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألماً شديداً إذا قام جاز له تركه، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩)

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই কিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফকীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন:

وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمانة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩৫১)

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন:

(قوله خاف) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق.

(রদ্দুল মুহতার ২/৯৬)

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাযের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি না এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামায শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে নামায সহীহ নাও হতে পারে। মোটকথা, অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং অসুস্থতার ধরন হিসেবে এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে থাকে।

১. এমন অসুস্থতা, যা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে পড়লে নামায শুদ্ধই হবে না।

২. এমন অসুস্থতা, যার কারণে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে নামায ফাসেদ হবে না।

৩. এমন অসুস্থতা, যার কারণে পুরো নামায চেয়ারে বসে পড়া জায়েয।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয:

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মায়ূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।
২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।
৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।
৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ে নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।
৫. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমিনে সিজদাও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহহুদের সুরতে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমিনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমিনে সিজদা করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম ও রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি যমিনে সিজদা না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামায সহীহ হবে না।
৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে

পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে; নতুবা তার নামায সহীহ হবে না।

নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম

১. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। তার জন্য সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদার সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করে তবে তার নামায সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকু'র সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরুহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয। বরং শুরু থেকেই তার যমিনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে না এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথা

নিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব। আর এটাই বাকি তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। যমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং ‘ফাতহুল কাদীর’ খ. ১ পৃ. ৪৬০, ‘আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং ‘ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই ‘কওল’ (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খণ্ডন করেছেন যে, ‘শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।’ তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

এমনকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমিনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে

নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না। বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুল্হম এ-ও বলেছেন যে, যমিনের উপর সিজদা করতে সক্ষম কোনো মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না।

(لأن المسألة من الاجتهاديات، و القول المشهور و إن كان مرجوحاً من حيث الدليل و لكنه ليس من الزلات المحضة، فله بعض الأدلة أيضاً، مذكور في "مختصر اختلاف العلماء" ج ١ ص ٣٢٥).

৩. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর যমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহুদ যমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমিনে কা'দা-এর পরীবর্তে চেয়ারে বসা মাকরুহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। সে যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামায মাকরুহ তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

পুরো নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয:

যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (তাশাহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত

ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

মোদাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পস্থা হল, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়ের কারণে চেয়ারে বসা জায়েয নয়।

চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি:

যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মায়ূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযেরেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো। আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম।

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের কিছু সুরত থাকতে পারে। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

১। যে ব্যক্তি কেবল দাঁড়ানোর সময়টুকু চেয়ারে বসে:

কিয়াম, রুকু ও সেজদা নামাযে রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। যে ব্যক্তির সক্ষমতা আছে তার জন্য শরিয়তের বর্ণিত কাঠামো অনুযায়ী এগুলো পালন করা ওয়াজিব

(আবশ্যকীয়)। আর যে ব্যক্তি রোগের কারণে কিংবা বয়সের কারণে অক্ষম সেই ব্যক্তি ভূমিতে কিংবা চেয়ারে বসতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা নিয়মিতভাবে নামাযের হেফযত কর। বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামায। আর আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৮]

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “আমার অর্শ রোগ ছিল। সে প্রসঙ্গে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন: তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে; যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে পড়বে। যদি বসতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে।”[সহিহ বুখারী (১০৬৬)]

ইবনে কুদামা আল-মাক্বদিসি বলেন:

“আলেমগণ এই মর্মে ইজমা করেছেন যে, যেই ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে না সে বসে নামায পড়বে।”[আল-মুগনী (১/৪৪৩)]

ইমাম নববী বলেন:

“উম্মাহ এই মর্মে ইজমা করেছে— যে ব্যক্তি ফরয নামাযে দাঁড়াতে অক্ষম সে বসে নামায পড়বে; তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াব থেকে তার সওয়াব কম হবে না। কেননা সেই ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহিহ বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে আমল করত তার জন্য তাই লেখা হবে।”[আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৪/২০১)]

শাওকানী বলেন:

“ইমরান (রাঃ) এর হাদিস প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তির কোন ওজর ঘটেছে, যার কারণে সে দাঁড়াতে পারে না; তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েয এবং যে ব্যক্তির এমন কোন ওজর ঘটেছে যার কারণে সে বসতে পারে না; তার জন্য কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়া জায়েয।”[নাইলুল আওতার (৩/২৪৩)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“মুসলমানগণ এই মর্মে একমত যে, যে মুসল্লি নামাযের কিছু ওয়াজিব আদায় করতে অক্ষম; যেমন- দাঁড়ানো, তেলাওয়াত করা, রুকু করা, সেজদা করা, সতর ঢাকা কিংবা

কিবলামুখী হওয়া ইত্যাদি তাহলে সে যা করতে অক্ষম সেটা তার উপর থেকে মওকুফ হবে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪৩৭) থেকে সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যেই ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বসে নামায পড়ে তার নামায বাতিল।

২। যে ব্যক্তি রুকু, সেজদা কিংবা তাশাহুদেদের সময় চেয়ারে বসে:

এ বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়: যে ব্যক্তি দাঁড়ানো ত্যাগ করার ক্ষেত্রে ওজরগ্রস্ত; তার এই ওজর তার জন্য রুকু-সেজদাকালে চেয়ারে বসাকে বৈধ করবে না।

নামাযের ওয়াজিবসমূহের ক্ষেত্রে বিধি হলো: মুসল্লি যতটুকু করার সক্ষমতা রাখেন ততটুকু করা তার উপর ওয়াজিব। আর যা করতে অক্ষম ততটুকু তার উপর থেকে মওকুফ হবে।

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম তার জন্য দাঁড়ানোর সময় চেয়ারে বসা জায়েয হবে; সে রুকু-সিজদা সঠিক কাঠামোতে আদায় করবে। আর যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়; কিন্তু রুকু-সেজদা দিতে কষ্ট হয়; তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, এরপর রুকু-সেজদাকালে চেয়ারে বসবে। এবং সেজদাকালে মাথাকে রুকুর চেয়ে বেশি নোয়াবে।

কিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন:

নামাযে কিয়াম বা দাঁড়ানো নামাযের একটি রুকন। শরিয়ত অনুমোদিত ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি নামাযের তাকবীরে তাহরীমার শুরু থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত দাঁড়াবে না তার নামায বাতিল। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও"[সূরা বাক্বারা; ২:২৩৮]

'দাঁড়ানোটা' নামাযের রুকন হওয়া ফরয নামাযের জন্য খাস। নফল নামাযে দাঁড়ানো ওয়াজিব নয়। বরং বসে নামায পড়া জায়েয। কেউ যদি বসে নামায পড়ে তাহলে সে ব্যক্তি অর্ধেক সওয়াব পাবে।

'দাঁড়ানোটা' ফরয নামাযের সাথে খাস হওয়ার দলিল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস: "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়"।[সহিহ বুখারী (১০৬৬)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সওয়ারীর ওপর নফল নামায পড়তেন। যখন ফরয নামায পড়তে চাইতেন তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে যেতেন। [সহিহ বুখারী (৯৫৫) ও সহিহ মুসলিম (৭০০)] তিনি এটি করতেন দাঁড়ানোর রুকন আদায় করা ও কিবলামুখী হওয়ার জন্য।

কারো দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকার পরেও সে যদি বসে নফল নামায আদায় করে তাহলে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। যেহেতু আব্দুল্লাহ্‌বিন আমর (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে: "তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে হাদিস বলা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন বসে নামায আদায়কারী অর্ধেক সওয়াব পাবে। কিন্তু আপনি তো বসে নামায আদায় করেন। তিনি বললেন: ঠিকই। কিন্তু আমি তোমাদের কারো মত নই।" [ইমাম মুসলিম (৭৩৫) বর্ণিত হাদিসের অংশবিশেষ]

ইমাম নববী এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "এ হাদিসকে দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে বসে নফল নামায পড়ার অর্থে বুঝতে হবে। এমন নামাযী দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবেন। পক্ষান্তরে, যদি দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার কারণে বসে নামায পড়েন সেক্ষেত্রে তার সওয়াব কম হবে না। বরং সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন। আর দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি বসে বসে ফরয নামায আদায় করলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। সুতরাং সে কোন সওয়াব পাবে না। বরং তার গুনাহ হবে।" [শারহ মুসলিম (৬/২৫৮)]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী সেসব মুসল্লিগণকে বলব যারা ফরয নামাযের জন্য দাঁড়ান না: যদি আপনাদের দাঁড়ানোর মত সক্ষমতা থাকে তাহলে বসে বসে নামায আদায় করা আপনাদের জন্য জায়েয হবে না; যদি না আপনাদের এমন কষ্ট হয় যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। সামান্য কষ্ট কোন ওজর নয়।

ইবনে কুদামা আল-মাক্‌দিসি বলেন:

“যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম, রুকু কিংবা সেজদা দিতে অক্ষম: তার জন্য দাঁড়ানো মওকুফ হবে না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইশারাতে রুকু করবে। এরপর বসবে এবং ইশারাতে সেজদা করবে। এটি ইমাম শাফেয়ি বলেছেন...। আল্লাহ্ তাআলার এ বাণী:

“আর আল্লাহর প্রতি বিনয়বনত হয়ে দাঁড়াও”। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে”-র প্রেক্ষিতে। তাছাড়া যে ব্যক্তির দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে তার জন্য এটি রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। তাই তেলাওয়াতের মত এটি পালন করা আবশ্যকীয়। অন্য কোনটি পালনে অক্ষম হওয়া এটি মওকুফ হওয়াকে অনিবার্য করে না; যেমনিভাবে কেউ যদি তেলাওয়াত করতে অক্ষম হয়।”[আল-মুগনী (১/৪৪৪) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তি ভূমিতে বসে বা চেয়ার বসে নামায পড়ে তার উপর আবশ্যক হলো: তার সেজদাকে রুকুর চেয়ে নীচু করা। সুন্নাহ হলো: রুকুর সময় সে তার হাতদ্বয় তার হাঁটুর উপর রাখবে। আর সেজদা অবস্থায় ওয়াজিব হলো: সক্ষম হলে হাতদ্বয় ভূমিতে রাখা। আর সক্ষম না হলে হাতদ্বয় হাঁটুর উপর রাখা। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে সাতটি হাড়ির উপর সেজদা করতে: কপাল, তিনি নাকের দিকে ইশারা করেন, হাতদ্বয়, হাঁটুদ্বয় এবং পায়ের আগুলের উপর।”

যে ব্যক্তি এভাবে করতে অক্ষম হওয়ায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাতে কোন আপত্তি নেই। দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর”। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী সেটি পালন কর।”[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম][ফাতাওয়া বিন বায (১২/১৪৫, ১৪৬)]

৩। যে ব্যক্তি নামাযের বিক্ষিপ্ত অংশে চেয়ারে বসে:

চেয়ার কাতারে রাখা: আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো: তার নিতম্ব কাতারের সমান্তরালে হওয়া; কাতার থেকে আগে বা পিছে না হওয়া। কেননা এটাই হলো সেই স্থান যেখানে তার দেহ স্থিতিশীল হয়।

দেখুন: আসনাল মাতালিব (১/২২২), তুহফাতুল মুহতাজ (২/১৫৭), শারহ মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৭৯)।

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়াতে (৬/২১) এসেছে:

“ইকতিদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো (অর্থাৎ ইমামের পেছনে মোক্তাদির ইকতিদা): মোক্তাদি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রবর্তী না হওয়া; এটি জমহুর ফিকাহবিদ (হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলি) এর অভিমত।

অগ্রবর্তী হওয়া বা না-হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো: দণ্ডায়মান ব্যক্তির পায়ের গোড়ালি; আর তা হলো পায়ের পাতার পশ্চাভাগ; টাকনু নয়। যদি পায়ের গোড়ালি সমান্তরালে হয়; কিন্তু মোক্তাদির আঙ্গুল লম্বা হওয়ায় সামনে চলে যায়; এতে অসুবিধা নেই...। আর উপবিষ্টের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো নিতম্ব। আর শয়নরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার পার্শ্বদেশ।”[সমাপ্ত]

তাই মুসল্লি যদি নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেয়ারে বসে নামায পড়েন তাহলে তিনি তার বসার স্থানকে কাতারের সমান্তরাল করবেন।

যদি তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়েন; কিন্তু রুকু ও সেজদাকালে বসেন; এ সম্পর্কে আমরা ফাযিলাতুশ শাইখ আব্দুর রহমান আল-বাররাযকে জিজ্ঞেস করেছি: তিনি বলেন: ধর্তব্য হবে দাঁড়ানো অবস্থা। অতএব, সেই ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থাকে কাতারের সমান্তরাল করবেন। এই অভিমতের ভিত্তিতে তখন চেয়ার কাতারের পেছনে থাকবে। তবে এমন স্থানে হওয়া উচিত যাতে করে পেছনের মুসল্লির কষ্ট না পায়।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

চেয়ারে নামাজ আদায় নিয়ে বিস্তারিত ও বিভিন্ন সুরত:

সালাত হচ্ছে শাহাদাতাইনের পর ইসলামের মূলস্তম্ভ এবং মৌলিক অঙ্গ। সালাতের সাথেই ব্যক্তির অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জড়িত। সুতরাং সালাত যদি শুদ্ধ হয়ে যায় তবে অন্য আমলও তার বিশুদ্ধ হবে। আর যদি সালাতই শুদ্ধ না হয় তবে অন্যান্য আমলও তথৈবচ। তাই সালাতকে যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে সচেষ্ট থাকার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর তার বর্ণনা করা দ্বীনের অন্যতম কাজ হিসেবে পরিগণিত। বিশেষ করে বর্তমানে চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা এতই বেড়ে গেছে যে প্রায় সকল মসজিদেই তাদেরকে দেখা যায়। অথচ অনেকেই অবচেতনভাবে তাতে ভুল করে যাচ্ছে। কারণ এমন অনেক আছে যে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকু বা সেজদা করতে পারে না, অথচ সে না দাঁড়িয়েই বসে বসে সালাত আদায়

করছে, অথচ সালাতের প্রতি রাকাতে দাঁড়ানো সালাতের রুকুন। এ জাতীয় আরও কিছু ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব।

• **প্রথম অবস্থা:**

যে ব্যক্তি রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে কিয়াম, রুকু, কিংবা সাজদাহ কোনোটিই করতে সক্ষম নয়। তারা যেভাবে বসে তাদের পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় সেভাবেই আদায় করতে পারবেন। কারণ আল্লাহ বলেন, “সুতরাং তোমরা যতটুকু সম্ভব ততটুকু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।” তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন, “আল্লাহ কোনো আত্মাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না”।

নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয় তবে ইমাম সাহেবকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। তাছাড়া কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

আরও নিয়ম হচ্ছে যে, চেয়ারটি হবে আকারে ছোট। অর্থাৎ যতটুকু না হলে প্রয়োজন পুরো হয় না ততটুকুই। যাতে পার্শ্বস্থ ও পিছনের অন্যান্য মুসল্লিদের কাতার নষ্ট বা সোজা করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

• **দ্বিতীয় অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম কিন্তু সে সাজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি সাধারণ সালাত আদায় করবে। সে কিয়াম ও রুকু যথা নিয়মে আদায় করবে। কিন্তু যখন সাজদাহ করার সময় হবে তখন সে চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত সাজদা আদায় করবে। অর্থাৎ রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকে সাজদা দেবে।

• **তৃতীয় অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ কিন্তু রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করবে। সে যথা নিয়মে কিয়াম করার পর যখন রুকু ও সাজদাহ করার সময় হবে তখন চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত রুকু ও সাজদা আদায় করবে। অর্থাৎ ঝুঁকে রুকু আদায় করবে, কিন্তু সাজদাতে রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকবে।

• চতুর্থ অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ নয় কিন্তু সে রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম। তাহলে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। তারপর যখন রুকুর করতে চাইবে তখন চেয়ার ছেড়ে স্বাভাবিকভাবে রুকু করবে। তারপর সে সাজদাহ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সাজদায় চলে যাবে।

মনে রাখতে হবে যে রুখসত তথা ছাড় শুধু প্রয়োজন মোতাবেকই হবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না। যখন রুখসতের প্রয়োজন হয় তখন তার উপর আমল করবে, সেটা অন্য আমলের সময় নেওয়া যাবে না। প্রয়োজনকে তার গণ্ডির ভিতরেই রাখতে হবে।

• পঞ্চম অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম। কিন্তু সে কিয়াম কিংবা রুকু করতে সমর্থ নয়। তাহলে সে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। তারপর যখন সাজদাহ করার সময় হবে তখন স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সাজদায় চলে যাবে।

মুসল্লির জানা উচিত যে, এগুলো হচ্ছে ফরয সালাতের বিধান।

যদি নফল সালাত হয় তবে সেটা পুরোটাই বসে পড়ার বিধান রয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাহনের উপর সালাত আদায় করা সাব্যস্ত রয়েছে। তিনি বাহনের উপর ফরয সালাত আদায় করতেন না। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে সে দাঁড়িয়ে আদায় করার অর্ধেক সালাত প্রাপ্ত হবে” সে হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যার ওজর নেই। পক্ষান্তরে যার ওজর রয়েছে তিনি বসে বড়লেও পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবেন। [আল্লাহই ভালো জানেন]

• ষষ্ঠ অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) সালাতের সকল রুকনই যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম। তবে সে তাশাহহুদে বসতে অক্ষম। এমতাবস্থায় সে সাধারণভাবেই সালাত আদায় করতে থাকবে, অতঃপর যখন তাশাহহুদের বসা আসবে তখন চেয়ারে বসে পড়বে।

• সপ্তম অবস্থা:

প্রতিবন্ধী ও রোগীদের সালাতের ব্যাপারে মূল হচ্ছে তারা মাটিতে বসে সালাত আদায় করবে। কিন্তু যদি চেয়ারে বসে আদায় করা হয় তবে তা জায়েয।

চেয়ারের অবস্থান ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান

১. মুসল্লি যদি কাতারের মাঝখানে হয় তবে চেয়ারের পিছনের পা দুটিকে কাতারের মধ্যে রাখতে হবে। এমতাবস্থায় সে নিজের শরীর নিয়ে কাতার থেকে সামনে এগিয়ে বসবে। যাতে করে পিছনের কাতার নষ্ট না হয়।

২. আর যদি চেয়ার কাতারের এক পার্শ্বে কিংবা কাতারসমূহের পিছনে থাকে, আর তার পিছনে কোনো কাতার না থাকে তবে সে চেয়ারের সামনের পা দুটি কাতারের মধ্যে রাখবে, আর সে শরীর নিয়ে কাতারে থাকবে, শরীর নিয়ে কাতারের সামনে এগিয়ে যাবে না।

নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয় তবে ইমাম সাহেবকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। তাছাড়া কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

৩. মুসল্লির জন্য এটা জায়েয হবে না যে সে রুকু ও সাজদার সময় চেয়ার সামনের দিকে টেনে নিবে আবার দাঁড়ানো অবস্থায় সেটাকে আবার পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এর উল্টোটাও করা জায়েয হবে না। এ ধরনের কাজ অপ্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর কোনো দরকারও নেই।

তাছাড়া যারা চেয়ারে সালাত আদায় করবে তাদের উচিত যে চেয়ারে তারা বসছে সেটা ঠিক আছে কি না তা যাচাই করে নেওয়া। কারণ এ সকল চেয়ার অনেক সময় ধরে মসজিদে থাকার কারণে সেগুলো কিছু সময় ঠিক থাকার পরে অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া কারও কারও ওজন বেশি হলে তার ভার সহ্যে না পেরে চেয়ারের পা ভেঙ্গে সে নিজে পড়ে যেমন ব্যথা পেতে পারে তেমনি পার্শ্বস্থ অন্য কাউকেও কষ্ট দিতে পারে।

আবার কিছু কিছু চেয়ার রয়েছে যা কোনো দানকারীর মাধ্যমে এসেছে। এগুলোর উপকারিতা সকলের জন্যই। কেউ সেগুলোকে নিজের মত করে রিজার্ভ করে নিতে পারে না। বরং মসজিদে প্রবেশের পর যা পাওয়া যাবে তাতে সে সালাত আদায় করবে। তবে যদি কেউ নিজের মালিকানায় কোনো চেয়ার খরিদ করে মসজিদে রাখে

তাহলে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও উচিত হবে না সেটায় হস্তক্ষেপ করা। [আর আল্লাহই ভালো জানেন]

চেয়ারে সালাত আদায়কারীর জ্ঞাতব্য:

এটা জানা থাকা উচিত যে, যে ব্যক্তি চেয়ারে সালাত আদায় করবে তার সালাতে বিনয় ও নম্রতার ঘাটতি থাকবেই। কারণ এর মাধ্যমে সে সালাতের রুকনসমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারছে না। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনেই কেবল এ রুখসত বা ছাড় গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়া তার উচিত সালাতে মন-প্রাণ হাজির রাখার বিষয়টি সর্বদা আমলে রাখা। যতটুকু সম্ভব অসাবধানতা থেকে দূরে থাকা।

যেহেতু চেয়ারে সালাত আদায়কারী অধিকাংশই রোগী হয়ে থাকেন, তাই তাদের জন্য সালাতে খুব আগে আসা পছন্দনীয় কাজ নয়। বিশেষ করে জুম'আর সালাতে। কারণ তাদের কাউকেও দেখা যায় যে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ ইমাম মিম্বারে খুৎবা দিচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো নেককার লোক বলেছেন, একবার এক অসুস্থ চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল, ইমাম সাহেব সালাত আদায় করে শেষ করে চলে গেল, মানুষরাও চলে যাওয়ার পর মসজিদ পরিষ্কার করার সময় তাকে জাগানো হলে সে বলল, আমি সালাতের অপেক্ষায় রয়েছি, সময় এখন কত? ইত্যাদি। অথচ তার জুম'আর সালাত ছুটে গেছে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে এবং জুম'আর সালাত ছুটে যাবে, তার উচিত হচ্ছে চার রাকা'আত যোহর আদায় করা।

সতর্কীকরণ:

কোনো কোনো সময় দেখা যায়, কোনো লোক দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে, আর তার পিছনে রয়েছে একটি চেয়ার। তখন দর্শক মনে করল যে, লোকটির বুঝি চেয়ারের প্রয়োজন নেই, তাই সে চেয়ারটিকে সরিয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে মুসল্লি রুকু ও সাজদা করার জন্য সে চেয়ারে বসতে যায়; কারণ সে মনে করে চেয়ারটি তার পেছনে রয়েছে, ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়, কখনও কখনও এভাবে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে তার রোগ আরও বেড়ে যায়। এভাবে পড়ে গিয়ে সে যেমন তার

সালাত ত্যাগ করে তেমনি তার ক্রোধও বেড়ে যায়, আবার কখনও কখনও যে এ কাজটি করেছে তার উদ্দেশ্যে কঠোর বাক্য কিংবা গালিও দিতে শুরু করে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে তার জন্য উচিত হবে সালাত ত্যাগ না কর, বরং সে যেভাবে পারে সেভাবে এ সালাতটি সম্পন্ন করবে, এতে করে যদি তাকে এদিক সেদিক তাকানোও হয়ে যায় তবুও সমস্যা হবে না। কারও কারও মনে হতে পারে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। বস্তুত: এ ধরনের ঘটনা বাস্তব।

মাসআলা:

লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো কোনো মুসল্লি চেয়ারে সালাত আদায়ের সময় সামনে টেবিলের মত কিছু রেখে তার উপর সাজদা করে থাকে, এটা সুন্নাহের বিপরীত কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে, এটা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং মুসল্লির উচিত হবে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে যতটুকু সম্ভব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা। এটাই আসল কথা আর অধিকাংশ আলেমের মতও তা-ই।

মাসআলা:

চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী কোনো কোনো মুসল্লিকে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যখন সাজদা করতে চান তখন তাদের দু' হাতকে বাতাসে বিছিয়ে সেটার উপর সাজদা করেন। এটা করাও ঠিক হবে না। কারণ এর উপর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। এটি আসল নিয়মের পরিপন্থী কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে। বিশুদ্ধ হচ্ছে তাই যা পূর্বের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

জমিনে সিজদা করতে অক্ষম হলে:

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মায়ূর ব্যক্তি যদি অন্য কোন কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন তাহলেও তিনি ইশারায়ই সিজদা করবেন, সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ এমনটি করে তা সিজদা বলে গণ্য হবে না। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে তার সিজদা আদায় হয়ে যাবে।

চেয়ারে বসে সামনে তখতা বা টেবিল ইত্যাদির উপর কপাল রাখাকে দুই কারণে সিজদা বলা সहीহ নয়।

১. সিজদার জন্য শর্ত হল, উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা।
২. সিজদার সময় কপালের অংশ কোমরের অংশ থেকে নীচু থাকা দরকার। চেয়ারে বসে সামনের কোন কিছুর উপর কপাল রাখলে উল্লিখিত উভয় শর্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং সেটাকে হাকীকী সিজদা (নিয়মতান্ত্রিক সিজদা) বলা ঠিক নয়।

আর আপনি মাকতাবা দারুল উলূম করাচী থেকে প্রকাশিত রিসালার বরাতে যে কথা লিখেছেন, তা যদিও দারুল উলূম করাচীরই কিছু ফতওয়ায় উল্লেখ আছে, কিন্তু সম্প্রতি এই মাসআলার বিষয়ে উসতাবে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমে এক সদ্য লিখিত ফতওয়া আমাদের হস্তগত হয়েছে। যাতে দারুল উলূম করাচী-এর দারুল ইফতার অন্যান্য হাযারাতের দস্তখতও রয়েছে। তাতে হযরত দামাত বারাকাতুহুম আগের ফতওয়া থেকে ‘রুজুর’ (প্রত্যাহারের) ঐ লেখায় হযরত “ফাতওয়া শামী”র ঐ ‘ইবারাতের’ (বক্তব্য) উপর বিষদ আলোচনা করেছেন যার ভিত্তিতে দারুল উলূমের আগের ফতওয়া দেয়া হয়েছিল। এবং তিনি এটা প্রমাণ করেছেন যে, ঐ ইবারাতের ভিত্তিতে এই মাসআলার দলীল দেয়া সিদ্ধ নয়। তিনি স্পষ্ট লিখেছেন :

لهذا كرسى پر بيٹھكر سامنے كسى چیز پر سجدہ كرنے كو "سجدہ حقیقیہ" "باقاعدہ"
"سجدہ (كہنا درست نہيں"

2. মাহমুদ আশরাফ উসমানী (মুফতী)

3. আব্দুল মান্নান (নায়েবে মুফতী)

4. আব্দুল্লাহ [বরমী] (সদস্য)

5. আসগার আলী রাব্বানী (সদস্য)

এই ফতওয়ায় দারুল ইফতার সীলের মধ্যে ফতওয়া নাম্বার লেখা আছে : ৪১/১৫০৮।

জমিনে সিজদা করতে অক্ষমতার বিধান সংক্রান্ত দলিল:

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের প্রসিদ্ধ মত ওটাই যা আপনি দরসী কিতাবের হাওয়ালায় লিখেছেন যে, “এমন ব্যক্তির উপর দাড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরী নয় বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে।”

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী যা ইমাম আবু হানিফার রাহ. শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব। আর এটাই বাকী তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। জমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হমের যে নতুন ফতওয়ার কথা উপরে আলোচনা হয়েছে তাতে তিনি এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং

‘ফাতহুল কাদীর’ খ. ১ পৃ. ৪৬০, ‘আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং ‘ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই ‘কওল’ (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে যে দাড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম-এর ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খন্ডন করেছেন যে, শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরী থাকে না। তিনি একাধিক দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

এমন কি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতওয়ায় এ কথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে কিন্তু সিজদার জন্য জমিনে বসার পর আবার দাড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না। বরং প্রথম রাকাত দাড়িয়ে আদায় করবে। এরপর দাড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকী নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম কোন মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না। কারণ, গায়রে মুজতাহিদের (মুজতাহিদ নয় এমন) জন্য মুজতাহিদের ‘কওল’ও (বক্তব্য) দলীলে শরয়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করেছে আমরা বলব না তার নামাজ ফাসেদ হয়েছে।

لأن المسألة من الاجتهاديات، و القول المشهور و إن كان مرجوحاً من حيث الدليل و لكنه ليس من الزلات المحضة، فله بعض الأدلة أيضاً، مذكور في "مختصر اختلاف العلماء" ج ١ ص ٣٢٥-عبد المالك

মামুলি কষ্ট কিংবা আরামের জন্য চেয়ারে নামাজ আদায়ের বিধান:

যে ব্যক্তি শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে নামায আদায় করছেন তিনি মস্ত বড় ভুল কাজ করছেন। এভাবে নামায আদায় করার দ্বারা তার নামাযই হবে না। তার উপর ফরয, দাড়িয়ে নামায আদায় করা এবং যথা নিয়মে রুকু সিজদা আদায় করা।

আর যে ব্যক্তি জমিনের উপর বসে নামায আদায় করতে সক্ষম তার জন্য শুধু এই বাহানায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ঠিক নয় যে, সে দাড়িয়ে নামায আদায় করতে বা রুকু সিজদা করতে অক্ষম। বরং এ ধরনের লোকেরা জমিনে বসে নামায আদায় করবে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করবেন শুধু ঐ লোকেরা যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে অক্ষম।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারকাতুহুম তার সদ্য লেখা এ ফতওয়ায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষতির দিকগুলো আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘জমিনে বসে নামায আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসার যে প্রচলন দেখা যায় তাতে বিভিন্ন দিক থেকে আপত্তি রয়েছে।

সরাসরি জমিনে বসে নামাজ আদায় বনাম চেয়ারে বসে:

১. মাযুর ব্যক্তিদের জন্য জমিনে বসে নামায আদায় করাই উত্তম ও মাসনুন তরীকা। এর উপরই সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তীদের আমল চলে আসছে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করার রেওয়াজ কেবল শুরু হয়েছে। খায়রুল কুরনে এর নযীর নেই। অথচ সে যুগে মাযুরও ছিল চেয়ারও ছিল।

২. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযুর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য জমিনে বা চেয়ারে বসে ফরয এবং ওয়াজিব নামায আদায় করাই জায়েয

নেই। অথচ কখনো কখনো দেখা যায় এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

৩. চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করা ও সোজা রাখার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ মিলে মিলে দাড়ানো ও কাতার সোজা করার বিষয়ে হাদীস শরীফে জোর তাকীদ এসেছে।

৪. বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের অধিক্যের কারণে তা নাসারাদের গির্জা ও ইহুদীদের উপাসনালয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়। তারা গির্জায় চেয়ার ও বেঞ্চে বসে উপাসনা করে। আর দ্বীনী বিষয়ে ইহুদী নাসারা ও অন্যান্য জাতির সাদৃশ্য থেকেই নিষেধ করা হয়েছে।

৫. নামায তো এমন ইবাদত যা আদায় করতে হয় বিনয়াবনত হয়ে বিগলিতচিত্তে। আর চেয়ারে বসে নামায আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে নামায আদায়ের মাঝে তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

৬. কোন কোন যুবক ও সুস্থ ব্যক্তি নামাযের পর মসজিদে রাখা চেয়ারে বসে আরাম করে। কখনো কখনো চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এটা মসজিদের পবিত্রতা, মার্যাদা ও আদবের খেলাফ।

৭. মসজিদে চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কোন কোন ছুরতে কুরআনে কারীম এবং মরব্বী নামাযীদের আদব ও এহতেরামের ব্যত্যয় ঘটে।”

(নমুনা স্বরূপ আপত্তির এ সাতটি দিক উল্লেখ করার পর হযরত লেখেন :)

اس لئے اشارہ سے نماز پڑھنے کے لئے بھی حتی الامکان کرسیوں کے استعمال سے بچنا چاہئے اور ان کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے، اور ان کا استعمال صرف ان حضرات کی حد تک محدود کرنا چاہئے جو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہوں

“...এ জন্যই ইশারায় নামায আদায় করার জন্যও যথাসম্ভব চেয়ারের ব্যবহার না করা চাই। চেয়ার ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করা চায় এবং এর ব্যবহার কেবলমাত্র ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সিমাবদ্ধ করা উচিত, যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়।”

এই স্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও হযরত আবাব এটাও লিখেছেন যে, রুকু সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ জমিনের উপর বসে ইশারায় নামায আদায় করতে সক্ষম হওয়ার পরও যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে থাকেন, তাহলে সেটাও জায়েয, কিন্তু অনুত্তম কাজ। আর দারুল উলুম দেওবন্দের ফতওয়ায় এটাকে শুধু অনুত্তমই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, তা বিভিন্ন কারণে ‘কারাহাত’ মুক্ত নয়।

আমার যদুর জানা আছে, আমাদের দেশের বিভিন্ন দারুল ইফতার ফতওয়াও এটাই। মারকাযুদ দাওয়ার দারুল ইফতার ফতওয়াও এটাই যে, রুকু সিজদায় অক্ষম ব্যক্তিগণ জমিনে বসতে সক্ষম হলে তাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা মাকরুহ। যা পরিহার করা জরুরী। আর রুকু সিজদায় সক্ষম ব্যক্তি যদি এমনটি করে তাহলে তো তার নামাযই শুদ্ধ হবে না।

মোদ্দাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, জমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পস্থা হল, ইশারায় তা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প হল, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা। কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়ের কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ঠিক নয়।

বসে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি ইমামতি করতে পারবেন কি না:

কোনো ইমাম যদি অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াতে না পারেন এবং এই অবস্থায় তিনি বসে বসে নামাজের ইমামতি করতে চান, তবে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারী সুস্থ মুক্তাদিদের নামাজ পড়া জায়েজ আছে। কিন্তু শর্ত হলো— ইমামকে অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে জমিনে কপাল ঠেকিয়ে সেজদা করতে হবে। তিনি যদি ইশারায় সেজদা করেন, তবে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারী সুস্থ মুক্তাদিদের নামাজ তাঁর পেছনে সহিহ হবে না।

উল্লেখ্য, অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ সামান্য অসুস্থ হলেই নিজেকে অক্ষম মনে করে বসে নামাজ আদায় করে, অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে সে হয়তো পুরোপুরি অক্ষম নয়। তাই নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। সতর্কতা হলো— ইমাম সাহেব দাঁড়াতে না পারলে নিজে ইমামতি না করে অন্য যোগ্য কাউকে ইমাম বানিয়ে দেবেন এবং নিজে মুক্তাদি হিসেবে তার পিছনে বসে নামাজ আদায় করবেন।

(البحر الرائق، 1/386)

لا يفسد اقتداء قائم بقاعد وبأحدب، وأما الأول فهو قولهما، وحكم محمد بالفساد نظراً إلى " أنه بناء القوي على الضعيف، ولهما اقتداء الناس بالنبي في مرض موته وهو قاعد وهم قيام وهو آخر أحواله؛ فتعين العمل به بناءً على أنه عليه الصلاة والسلام كان إماماً وأبو بكر مبلغاً للناس تكبيره

(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ٢: ٣٣٦-٣٣٨، ط: مكتبة زكريا ديوبند).
وصح اقتداء...قائم بقاعد يركع ويسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته وهم قيام وأبو بكر يبلغهم تكبيره،...، وغيره أولى

(امدادالفتاوى 1/318)

والله اعلم بالصواب

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি যেহেতু রুকু-সিজদা ইশারায় করেন। তাই তার জন্য ক্রিয়াম ও রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তিদের ইমামতি করা জায়েয নয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে উক্ত মাজুর ব্যক্তির পিছনে আপনাদের ইজ্জিদা সহিহ হয়নি। তবে যেহেতু তারাবীহের কাযা নেই তাই এখন ঐ নামাজগুলো দোহরাতে হবে না।

বসে নামাজ পড়লে সওয়াবের পরিমাণে তারতম্য হবে কি না:

মাযূর ব্যক্তি বসে নামায পড়ার কারণে অর্ধেক সওয়াব পাওয়ার ধারণাটি সঠিক নয়। বরং সে পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে, ইনশা আল্লাহ্। অর্ধেক সওয়াব পাবে ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে বসে নফল নামায আদায় করে। পক্ষান্তরে, কোন রোগের ওজরের কারণে কোন মুসল্লি বসে নামায পড়লে সে পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে।

ইমাম নববী বলেন:

গোটা উম্মাহ একমত, যে ব্যক্তি অক্ষতাবশতঃ ফরয নামাযে দাঁড়াতে না পেরে বসে নামায পড়ে তাকে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন: তার দাঁড়ানো অবস্থার নামাযের থেকে সওয়াবের কোন কমতি করা হবে না। কেননা সে ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহিহ বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি কোন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় সে আমলগুলো করত তার জন্য সে আমলগুলো লেখা হবে।" [আল-মাজমু (৪/৩১০)]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৪/২০১) বলেন:

"উম্মাহ এই মর্মে ইজমা করেছে— যে ব্যক্তি ফরয নামাযে দাঁড়াতে অক্ষম সে বসে নামায পড়বে; তাকে নামায পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াব থেকে তার সওয়াব কম হবে না। কেননা সেই ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহিহ বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে আমল করত তার জন্য তাই লেখা হবে।" [সমাণ্ত]

দাঁড়ানো মওকুফ হওয়া ও বসে ফরয নামায আদায় করা সংক্রান্ত ওজরের মূলনীতি:

১। দাঁড়াতে অক্ষম হওয়া।

২। রোগ বেড়ে যাওয়া।

৩। আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হওয়া।

৪। এত তীব্র কষ্ট হওয়া যে, নামাযের খুশু নষ্ট করে দেয়; যদি এর চেয়ে কম কষ্ট হয় তাহলে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না।

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “আমার অর্শ রোগ ছিল। সে প্রসঙ্গে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন: তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে; যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে পড়বে। যদি বসতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে।”[সহিহ বুখারী (১১১৭)]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন:

“হাদিসের ভাষা: ‘যদি দাঁড়াতে না পার’ -এর মাধ্যমে ঐ সকল আলেম দলিল দেন যারা বলেন যে, দাঁড়াতে অক্ষম না হলে বসা যাবে না। কাযী ইয়ায এটি ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক, আহমাদ ও ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, সক্ষমতা শূণ্য হওয়া শর্ত নয়; বরং কষ্ট পাওয়াই যথেষ্ট। শাফেয়ী মাযহাবের সুবিদিত অভিমত হলো: সক্ষমতা না থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— দাঁড়াতে তীব্র কষ্ট হওয়া কিংবা রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা মৃত্যুর আশংকা করা; কিঞ্চিৎ কষ্ট হওয়া যথেষ্ট নয়। তীব্র কষ্টের মধ্যে পড়বে: জাহাজে আরোহী দাঁড়িয়ে নামায পড়লে মাথা ঘুরানো এবং ডুবে যাওয়ার আশংকা করা।

জমহুরের অভিমতের পক্ষে প্রমাণ করে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস যা তাবারানী সংকলন করেছেন: “সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি তাতে কষ্ট হয় তাহলে বসে পড়বে। যদি তাতে কষ্ট হয় তাহলে শুয়ে পড়বে।”[ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্বাসের যে হাদিসটি ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন সেটি আল-হাইছামী তাঁর ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদ’ গ্রন্থে (২৮৯৭) উল্লেখ করে বলেন: ‘হাদিসটি তাবারানী ‘আল-আওসাত’ গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন: ইবনে জুরাইজ থেকে হাদিসটি হালস বিন মুহাম্মদ

আদ-দাবাঈ ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেনি। আমি (হাইছামী) বললাম: কেউ তার পরিচয় লিখেছেন মর্মে আমি পাইনি। অন্য বর্ণনাকারীগণ ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। [সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ (১/৪৪৩) বলেন:

“যদি তার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়; কিন্তু সে রোগ বেড়ে যাওয়া, কিংবা সুস্থতা বিলম্বিত হওয়া কিংবা তীব্র কষ্ট হওয়ার আশংকা করে— তাহলে সে ব্যক্তি বসে নামায পড়বে। এমন কথা ইমাম মালেক ও ইসহাক বলেছেন; আল্লাহ তাআলার বাণী: “তিনি দীনের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর কোনো কষ্ট আরোপ করেনি” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮]-এর প্রেক্ষিতে। আর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার দায়িত্বারোপের মধ্যে কষ্ট রয়েছে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান পার্শ্ব যখন জখম হয়েছিল তখন তিনি বসে নামায পড়েছিলেন। বাহ্যতঃ বুঝা যায়, তিনি বিলকুল দাঁড়াতে সক্ষম ছিলেন না; এমনটি নয়। কিন্তু দাঁড়াতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তাই দাঁড়ানো তাঁর থেকে মওকুফ হয়েছে।”

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের সময় সিজদাহ করার জন্য সামনে উঁচু কিছু রাখার বিধান সম্পর্কে:

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’-তে (৪/২০১) বলেন:

“আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: অক্ষমতার ক্ষেত্রে দাঁড়াতে না-পারা শর্ত নয় এবং কিঞ্চিৎকর কষ্ট হওয়াও যথেষ্ট নয়। বরং ধর্তব্য হলো স্পষ্ট কষ্ট। যদি কেউ তীব্র কষ্ট কিংবা রোগবৃদ্ধি কিংবা এ ধরনের কিছু ভয় করে কিংবা জাহাজের আরোহী পানিতে পড়ে যাওয়া কিংবা মাথা ঘুরানোর আশংকা করে— তাহলে বসে নামায পড়বে এবং নামাযটি পুনরায় পড়তে হবে না। ইমামুল হারামাইন বলেন: অক্ষমতাকে বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমার মত হলো: দাঁড়ানোর প্রেক্ষিতে এমন কষ্ট হওয়া যা নামাযের খুশু (মনোযোগ) নষ্ট করে দেয়। কেননা খুশু নামাযের মূল উদ্দেশ্য।” [সমাপ্ত]

ইমামুল হারামাইন যা নির্বাচন করেছেন শাইখ উছাইমীন সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন: কষ্টের বিধি হলো— যার মাধ্যমে খুশু নষ্ট হয়। খুশু হচ্ছে অন্তরের উপস্থিতি ও স্থিতিশীলতা। যদি দাঁড়ালে তীব্র আতঙ্কে থাকে, মন স্থিতিশীল না হয় এবং তীব্র কষ্টের কারণে কামনা করে যে, সূরা ফাতিহার শেষ পর্যন্ত পৌঁছলে রুকু করে ফেলবে:

তাহলে এই ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানোটা কষ্টকর। তিনি বসে নামায পড়বেন।”[আল-শারহুল মুমতি (৪/৩২৬) থেকে সমাপ্ত]

প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী শারীরিক দুর্বলতা, হাঁটু-কোমরের ব্যথার কারণে আপনি যদি দাঁড়ানো থেকে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু করতে এবং সমতলে সিজদা করতে সক্ষম না হন অথবা তা করা বেশ কষ্টসাধ্য হয় আর আপনার অসুস্থতাও এমন পর্যায়ের হয় যে, শুরু থেকে সমতলে বসেও নামায আদায় করা কষ্টকর হয় তাহলে এ অবস্থায় আপনার জন্য চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করা ঠিক আছে।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, আপনি যদি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে সক্ষম হন এবং নামায অবস্থায় দাঁড়ানো থেকে রুকু-সিজদার জন্য চেয়ারে বসতে অসুবিধা না হয় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নামাযের কিয়াম আপনাকে দাঁড়িয়েই আদায় করতে হবে। অতপর রুকু-সিজদা এবং বৈঠক চেয়ারে বসে আদায় করবেন।

ইশারায় সিজদা আদায় করার ক্ষেত্রে সামনে টেবিল, কাঠ ইত্যাদি উঁচু বস্তু রাখবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং কোনো কোনো সাহাবী-তাবেয়ী এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ২৮২৮-২৮৪১)

আর অসুস্থতার কারণে জমিনে সিজদা না করতে পারার যে আক্ষেপের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, একজন মুমিনের এ আক্ষেপ থাকাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলার জন্য সিজদায় মাটিতে লুটিয়ে পড়া একজন মুমিনের পরম পাওয়া ও সৌভাগ্যের বিষয়। তবে এটাও ঠিক যে, সুস্থতা অসুস্থতা আল্লাহ তাআলারই দান। অসুস্থ অবস্থার ইবাদত-বন্দেগী, রুকু-সিজদা আল্লাহ তাআলার নিকট সুস্থ অবস্থার মতই গ্রহণযোগ্য ও প্রিয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

বান্দা যখন অসুস্থ হয় বা সফরে বের হয় তখন মুকীম ও সুস্থ অবস্থায় সে যা আমল করত ঐ সাওয়াবই তার জন্য লিখা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯৯৬)

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, দুর্বলতা, হালকা ব্যথা-বেদনার অযুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলছে। ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকে, যার জন্য সামান্য ঐ

অসুস্থতা বা দুর্বলতা নিয়ে ফরয-ওয়াজিব নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েযই নয়। এবং এক্ষেত্রে চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করার কারণে তার নামাযই শুদ্ধ হয় না। এমন অনেক ব্যক্তিও থাকেন, যারা হাঁটা-চলা, উঠাবসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাযের সময় তারা মাযুর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন। এটি খুবই দুঃখজনক। এজন্য চেয়ারে বসে নামায আদায়ের জায়েয-নাজায়েয দিকগুলো কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে জেনে নেওয়া দরকার।

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারীর মসজিদে জামাতে যাওয়া প্রসঙ্গে:

পুরুষের জন্য ফরয নামায মসজিদে জামাতের সাথে আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণ করা যদি কষ্টকর না হয় এবং হাঁটা-চলার কারণে রোগ-ব্যাদি বেড়ে না যায় তাহলে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যদি মসজিদে যাতায়াতের কারণে ব্যথা-বেদনা বেড়ে যায় তাহলে মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণ না করলে গুনাহ হবে না।

উপসংহার:

উল্লিখিত মাসআলাগুলো থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একেবারেই নাজায়েয। এসব ক্ষেত্রে নামাযই শুদ্ধ হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামায ফাসেদ হয় না, কিন্তু তা মাকরুহ। কেবল একটি ক্ষেত্র এমন, যেখানে চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে নামায আদায়ও হয়ে যায় এবং মাকরুহও হয় না।

এই বাস্তবতাটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারের যে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে (এবং দিন দিন যা বেড়েই চলেছে) এটা কেবল এজন্যই যে, মাসআলা জানা না থাকার কারণে এমন অনেক মুসল্লীও নামাযে চেয়ার ব্যবহার করে

থাকেন, যাদের জন্য নামাযে চেয়ার ব্যবহার জায়েযই নয়। সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ যদি হিম্মত করে শরয়ী ওয়র ব্যতীত নামাযে চেয়ার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং নামাযে চেয়ার ব্যবহারকে শরয়ী রুখসত (শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছাড়) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে মসজিদগুলোতে চেয়ারের এই ভিড় হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ। অধিকাংশ মসজিদে চেয়ারের কোনো প্রয়োজনও পড়বে না। আর এমনটিই হওয়া চাই, কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও চেয়ারের অস্তিত্ব ছিল; বরং এরও বহু পূর্ব থেকে ছিল। আর প্রথম থেকেই মায়ূর ও অসুস্থ মুসল্লী ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না যে, মসজিদগুলোতে চেয়ার পাতা থাকত। অথবা মায়ূর মুসল্লীগণ চেয়ার নিয়ে এসে তাতে নামায আদায় করতেন। মসজিদে চেয়ার পেতে রাখা এবং চেয়ারে নামায আদায় করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ নতুন রেওয়াজ। এটাকে নিরুৎসাহিত করাই কাম্য। আর অনুসৃত পন্থার প্রতি মনোনিবেশ করার মাঝেই রয়েছে কল্যাণ।

যেই কঠিন প্রয়োজনে নামাযে চেয়ার ব্যবহারের সুযোগ বের হয়ে আসে সেক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতিও খেয়াল রাখা চাই যে যদি উঁচু মোড়া, টুল ব্যবহারে কাজ হয়ে যায় তাহলে চেয়ার ব্যবহার করবে না। তেমনিভাবে হাতলবিহীন চেয়ারে যদি কাজ সেরে যায় তাহলে হাতলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ জীবন দান করুন। সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। বিদআত থেকে দূরে রাখুন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচার-সভ্যতা ও রীতি-নীতি থেকে হেফাযত করুন আমীন।

রেফারেন্স সমূহ:

মাসিক আল কাউসার, মুসলিম বাংলা, ইসলামিক সাওয়াল-জবাব, হাদিস বিডি, আইফাতওয়া ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইটে বর্ণিত আলেম-উলামাদের বিভিন্ন আর্টিকেল এবং প্রশ্নোত্তর। (হাফিয়াহুমুল্লাহ)